[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোত্তালেব আলী বলেন, “চলতি বছর এই প্রথম লাম্পি স্কিন (এলএসডি) ভ্যাকসিন সরকারিভাবে বরাদ্দ পেয়েছি। ৫ হাজার ৪০০ ডোজের মধ্যে ৪ হাজার ৪৯৬ ডোজ গরুকে দেওয়া হয়েছে। বাকি ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ চলমান রয়েছে। বিনামূল্যে গরু খামারিদের এই ডোজ দেওয়া হয়েছে।”

সরকারি ভ্যাকসিন বরাদ্দ পাওয়ার আগে জরুরি প্রয়োজনে কেউ কেউ ৩ হাজার টাকা বা তার বেশি দামে ভ্যাকসিন ক্রয় করে থাকতে পারেন, যা আমার জানা নেই। গাংনী পশু হাসপাতালে টাকা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

তিনি আরও বলেন, “প্রকল্পভুক্ত খামারির সংখ্যা ৮৪০ জন, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড ভুক্ত খামারিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত খামারির বাইরেও এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারি ঔষধ বাইরে বিক্রয়ের কোনো সুযোগ নেই। যে সকল গরুকে দেওয়া হয়েছে, সেই সকল খামারির তালিকা আমাদের কাছে আছে। আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন, যদি কোনো কর্মকর্তা ভ্যাকসিন বাইরে বিক্রি করে টাকা নেয়। আর যদি কেউ প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে তার বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ঝিনাইদহে জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

ঝিনাইদহ-যশোর ৬ লেন প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের কাজে নিয়োজিত জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহম্মেদ সাদাতের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন জমির মালিকরা।

অধিগ্রহণের টাকা চেয়ে আবেদনকারী কয়েকজন জমির মালিককে তিনি অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে তার অফিসে ঢুকতে নিষেধ করেছেন।

এ ঘটনায় খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের কাছে প্রতিকার চেয়ে লিখিত

চাপে রাখার চেষ্টা করছেন। বিষয়টি নিয়ে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আহম্মেদ সাদাত জানান, অভিযোগের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। কোন জমির মালিকের সঙ্গে তিনি কোন খারাপ আচরণ করেননি।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আবদুল আওয়াল বলেন, এমন অভিযোগ আমার কাছে দেওয়া হয়নি। যখন শুনলাম তখন তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তিনি বলেন বিভাগীয় কমিশনারের কাছে যেহেতু লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে কি নির্দেশনা আসে সেটা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা সারের মজুত ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সার সরবরাহে প্রশাসনের তৎপরতা নিশ্চিত করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গতকাল রোববার সকাল থেকে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা। চলতি খরিপ-২ মৌসুমে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজ নিশ্চিত করতে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্বচ্ছতা আনতেই এই মাঠপর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা কৃষি অফিসার জনাবা রেহানা পারভীন। তিনি প্রত্যন্ত ইউনিয়নগুলোর সরকার অনুমোদিত সার ডিলারদের গুদাম ঘর ঘুরে দেখেন এবং সরবরাহের হালচাল সম্পর্কে খোঁজ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জনাব উদয় রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

কর্মকর্তারা। কৃষকরা যাতে নির্ধারিত মূল্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে তারা সরাসরি খোঁজখবর নেন। কোনো কৃষক সার সংকটে রয়েছেন কি না, অথবা কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জানান, সরকার কৃষকদের উৎপাদন খরচ সহনীয় রাখতে ভর্তুকি মূল্যে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু এই সার যেন কেউ মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে বা নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য নিয়মিতভাবে ডিলার মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোথাও কোনো অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিদর্শনে দেখা যায়, অধিকাংশ ডিলারদের গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুদ রয়েছে। কৃষকরা জানাচ্ছেন, চলতি মৌসুমে তারা তুলনামূলকভাবে সঠিক সময়ে সার পাচ্ছেন এবং কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে না। আলমডাঙ্গার হাপানিয়া গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “এবার এখনো পর্যন্ত সময়মতো সার পেয়েছি। আগে কখনো কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ফিরে আসতে হতো। এবার তেমন সমস্যা হয়নি।”

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উদয় রহমান জানান, মাঠপর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। সার বিতরণে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রতিটি ইউনিয়নে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বাজার ও গুদাম ঘুরে সরবরাহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

জানা গেছে, চলতি খরিপ-২ মৌসুমে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ রাখা হয়েছে। এই মৌসুমে উপজেলার কৃষকদের জন্য প্রায় ১২০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫০০ মেট্রিক টন ডিএপি, ৪৫০ মেট্রিক টন টিএসপি এবং ৪৩০ মেট্রিক টন এমওপি সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বড় একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ইউরিয়া ১৬ টাকা, ডিএপি ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা এবং এমওপি ১৫ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি নিয়মিতভাবে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের

যাতে প্রতারণার শিকার হতে না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়, সেটিই হচ্ছে প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

কৃষি কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, চলতি মৌসুমে কৃষকরা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পেয়ে তাদের কৃষি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবেন। এতে করে এলাকার ধান ও অন্যান্য খরিপ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এই মনিটরিং ও নজরদারি কার্যক্রম সারা মৌসুমজুড়ে অব্যাহত থাকবে বলে কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ পৌরসভার আট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে একযোগে বদলী

ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ আট কর্মকর্তা কর্মচারীকে একযোগে বদলী করা হয়েছে।

এক সঙ্গে এতো কর্মকর্তা কর্মচারীকে গণবদলী করার ঘটনায় নাগরিকদের মাঝে নানা আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়েছে।

অনেকে বলছেন পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ৬৭ বছরের ইতিহাসে এটা একটা নজীবরিহীন ঘটনা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের পৌর-১ শাখার আদেশ সুত্রে, রোববার এই বদলীর খবর জানা গেছে।

সূত্রমতে, ঝিনাইদহ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা মুস্তাক আহমেদকে পাবনার চাটমোহর, নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীনকে সাঁথিয়া, সহকারী প্রকৌশলী মুন্সি মোঃ আবু জাফরকে গোপালগঞ্জ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চাঁনকে পাবনার আটঘরিয়া, নক্সাকার সবুজ মিয়াকে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা, সার্ভেয়ার আসাদুজ্জামানকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ, কার্য সহকারী হাবিবুর রহমান হাবিবকে মহেশপুর

ও সহকারী কর নির্ধারক আব্দুর রহমানকে শৈলকুপা পৌরসভায় বদলী করা হয়েছে।

আগামী ২৮ জানুয়ারি মঙ্গলবারের মধ্যে বদলীকৃত কর্মস্থলে যোগদান করা না হলে ২৯ জানুয়ারি তাদের সবাইকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হবে বলে মন্ত্রনালয়ের উপ-সচিব মোহাম্মদ কবির উদ্দীন স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা গেছে, বদলীকৃত অনেকের বিরুদ্ধে চেক জালিয়াতি, ফান্ড তছরুপ, কাজে অবহেলা, রাজনীতিকরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় তাদের বদলী করা হয়। এরমধ্যে নির্বাহী প্রকৌশলী কামাল উদ্দীন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান চাঁন ও কার্য সহকারী হাবিব দীর্ঘদিন ধরে একই স্থানে থাকায় দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। তাদের বিরুদ্ধে পৌর নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল।

এ নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্ররা ৫ আগষ্টের পর একাধিকবার ঝিনাইদহ পৌরসভায় গিয়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আল্টেমেটাম দেয়।

সুত্রমতে, ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে বিষয়টি মন্ত্রনালয়কে অবহিত করলে একযোগে ৮ কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে বদলীর আদেশ দেয়।

বদলীর বিষয়টি স্বীকার করে ঝিনাইদহ পৌরসভার প্রশাসক ও স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায় জানান, রোববারই আদেশটি তিনি হাতে পেয়েছেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের পৌর-১ শাখা থেকে তাদের বদলী করা হয়েছে। তবে বদলী হওয়া কর্মকর্তা কর্মচারিরা এ নিয়ে কেউ মিডিয়ার সামনে বক্তব্য দিতে রাজি হননি।

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক, কর্মকর্তাদের

বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

ঝিনাইদহ চক্ষু হাসপাতালের সহকারী পরিচালক মিলন হোসেন এর বহিস্কারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে হাসপাতালের চিকিৎসক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

আজ বুধবার সকালে কর্মবিরতি দিয়ে হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা অংশ নেয়।

কর্মসূচীতে সিনিয়র চিকিৎসক আব্দুল হালিম, মেডিকেল অফিসার আরাফাত রহমান, খালিদ নাঈম, কানিজ ফাতেমা, জুই আক্তার, নাহিদ পারভেজ, সুবোধ রঞ্জন, সিনিয়র ল্যাব সহকারী টেকশিয়ান তরিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, হিসাব সরকারী থেকে সহকারী পরিচালক হওয়া মিলন হোসেন হাসপাতালের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে প্রমাণসহ অভিযোগ দিলেও কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তাই দুর্নীতিবাজ মিলনের বহিস্কার দাবী করেন তারা। তা না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির হুশিয়ারি দেওয়া হয় কর্মসূচী থেকে।

মেহেরপুরে ব্যাংক,আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও উদ্দ্যোক্তাদের মতবিনিময় সভা

সিএমএসএমই সেক্টরে ঋণ বিতরন/সুবিধার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং

জেলার প্রান্তিক উদ্দ্যোক্তাদের নিয়ে মেহেরপুরে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় কার্যরত সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে সার্বিক নির্দেশনায় বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) সকাল ১১ টার দিকে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহী অঞ্চল উত্তরা ব্যাংক পিঃ উপ-মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান অলোক কুমার সাহার সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক রূপ রতন পাইন।

মোঃ রাশেদ ওসমানের (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিঃ) সঞ্চালনায় এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম পরিচালক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মেহেরপুর অঞ্চলের সহ: মহাব্যবস্থাপক ও আঞ্চলিক প্রধান মোঃ শহীদুল ইসলাম, সোনালী ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার মহাব্যবস্থাপক মোঃ তৌহিদুল আলম।

স্বাগত বক্তব্য হিসেবে বক্তব্য রাখেন, উত্তরা ব্যাংক পিঃ মেহেরপুর শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাসির উদ্দিন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাজ্জাদুর রহমান, মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, মোছাঃ ক্যামিলী, মোছাঃ সুমি বিশ্বাস প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় লীড ব্যাংক হিসেবে ছিলেন উত্তরা ব্যাংক পিএলসি মেহেরপুর শাখা।

মেহেরপুরে ১২ বারের মত সফল পুলিশ কর্মকর্তা শাকিল

মেহেরপুর সদর থানার এ এস আই শাকিল হোসেন ১২ বারের মত শ্রেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর পুলিশ লাইনস ড্রিল শেডে পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা শেষে পুলিশ সুপার তার হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ তুলে দেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আজমল হোসেনসহ পুলিশের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এএসআই শাকিল সহ জেলায় কর্মরত বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

অবসরে যাবার আগেই স্বপদে থাকতে এক কর্মকর্তার জোর তদবির

চাকুরীতে নিয়োগ পাওয়া এবং অবসরে যাওয়া একটি নিয়মতান্ত্রিক বিধান রয়েছে। যা সকল চাকুরী জীবির ক্ষেত্রে প্রযজ্য। বিধিবিধান থাকা সত্বেও দর্শনা কেরুজ চিনিকলের এক কর্মকর্তার অবসরে যাবার আগেই স্বপদে বহাল থাকতে জোর তদবির শুরু করে দিয়েছেন। ফলে আলোচনা সমালোচনা শরু হয়েছে রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়ার বিধান রয়েছে কি না ? আর থাকলেও তার কোন দায়বদ্ধতা থাকে কি না? বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেন গুরুত্বরসহকারে বিবেচনা করেন এনটাই দাবি সচেতন মহলের।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে ৫টি বিভাগের মধ্যে ব্যবস্থপক প্রশাসনের পদটি খাতা কলমে ছোট হলেও বাস্তবে অনেক ক্ষমতার চেয়ার। বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে আসিন আছেন শেখ মোঃ শাহাব উদ্দিন। আগামী ১৪ ডিসেম্বর ২০২২ সালে চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে তার। অবসরে যাবার আগেই পুন:রায় স্বপদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পেতে জোর তদবির শুরু করে দিয়েছেন তিনি। যা চাকুরীর বিদি বহিরভূত।

একটি সূত্র জানিয়েছে চেয়ার ও পদবীটি ৫ম গ্রেডের হলেও চিনিকলের যত কারিশমা এখানে। এ চেয়ার থেকেই সবকিছু নিয়ন্ত্রীত হয়ে থাকে। যেখানে চাকুরীরর বেতনের পাশাপাশি থাকে অনেক কিছু। শেখ শাহাব

উদ্দিন পিতার চাকুরীর সুবাদে ২০/১২/১৯৮৯ সালে কনিষ্ঠ করণিক পদে প্রথম যোগদান করেন। এর পর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তার। জোষ্ঠ করণিক, প্রশাসন বিভাগের গোপনীয় সহকারী, সহ-সমন্বয় কর্মকর্তা, ডিস্টিলারী সেলসের জুনিয়র অফিসার, ডিস্টিলারী বিভাগের সহ-ব্যবস্থপক, বিএনপি মতাদর্শের হওয়ায় রাজনৈতীক দ্বন্দে ২০১১ সালে রংপুর সুগার মিলের সহ-ব্যবস্থপক বানিজ্যিক বিভাগে কয়েক মাসের জন্য বদলি। তদবির করে পুনরায় ডিস্টিলারী বিভাগের সহ-ব্যবস্থাপক হিসাবে ফিরে আসা, বানিজ্যিক বিভাগে উপব্যবস্থাপক, উপ-ব্যবস্থাপক প্রশাসন সর্বশেষ ৪/৩/২০২১ সালে বর্তমান পদে ব্যবস্থাপক প্রশাসনের দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। চিনিকলের কয়েকজন প্রবীন শ্রমিক নেতার সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলার গড়চপড়া গ্রামের শওকত আলীর ছেলে শেখ মো: শাহাব উদ্দিন মেধা খাটিয়ে করণিক থেকে সিড়ি বেয়ে চিনিকলের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) পদে পদন্নতি পেয়েছেন।

১৯৬৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করা শেখ শাহাব উদ্দিনের বিধি মোতাবেক আগামী ১৪ ডিসেম্বরে নিয়ম অনুযায়ী চাকুরী কালীন অবসরে যাবার কথা রয়েছে। অবসরে যাবার আগেই নিজের চেয়ার ধরে রাখতে ২৪/০৯/২০২২ ইং তারিখ চুক্তিভিত্তিক নিয়োজনের জন্য আবেদন করেছেন। যেখানে শিল্পমন্ত্রী গত ৯/১০/২২ ইং তারিখে সুপারিশ করেছেন। ফলে তার আবেদনের ফাইলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের টেবিলে ফেরত এসেছে। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন করপোরেশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে এটা কি আদৌও সম্ভব। আর হলে কোন আইনের বলে ? তবে সবকিছু পরিস্কার হবে ১৪ ডিসেম্বর।

অপর দিকে অনেকেই মন্তব্য করে বলেছেন, একটি রাষ্টিয় প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চুক্তিভিত্তীক নিয়োগ পাওয়া ব্যাক্তির খুব একটা দায়বদ্ধাতা থাকে না। ফলে প্রতিষ্ঠানের বৃহত্তর কোন ক্ষতি সাধিদ হলে এর ক্ষতিপূরণের দায়ভার বহণ করবে কে ? আর এভাবেই যদি চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো যায় তাহলে অনেকেই হাটবেন এ রাস্তায়। কেউ ছাড়তে চাইবেন না তার জায়গা। বিষয়টি নিয়ে চিনিকল এলাকাই বইছে আলোচনা সমালোচনার ঝড়। এ ব্যাপারে সদরদপ্তরের এক কর্মকর্তার সাথে কথা হলে তিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, চাকুরীর মেয়াদ এভাবে বাড়ানো গেলে অনেকেই সফল হতো। যা বিধানে নেই তার পিছনে ছুটা মানে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]